দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

36

৩

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ স্থগিত রাখায় বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ সৈয়দ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন,

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পাঠ্যপুস্তক

(১ম পৃঃ পর)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনালগ্নে যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ১৯৯১-এর শুরু হইতে শূন্যতা পূরণের জন্য অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রস্তুতি নিতেছেন তখন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ স্থগিত করায় ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলেই হতাশ হইয়াছেন। বিবৃতিতে তাঁহারা সময়মত ছাত্রদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাইবার আশু ব্যবস্থা করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব মোঃ আবু তাহের গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, যে মুহূর্তে ১৯৯১ সালের শিক্ষাবর্ষের জন্য মুদ্রিতব্য ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শ্রেণীর অধিকাংশ বই শতকরা ৯০ ভাগ এবং ৯ম-১০ম শ্রেণীর বই শতকরা ৮০ ভাগ ছাপা শেষ হইয়াছে সেই মুহূর্তে বই ছাপা স্থগিতের আদেশকে আমরা যুক্তিহীন বলিয়া মনে করি। বিবৃতিতে জাতীয় স্বার্থে উক্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান হয়।

বাংলাদেশ মুসলিম লীগের (আয়েনউদ্দিন) সভাপতি মুঃ আয়েনউদ্দিন, সিনিয়র সভাপতি কামরুজ্জামান খান ও মহাসচিব এম, এ, সালাম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পাঠ্যপুস্তক ত্রুটিমুক্ত করার নামে একটি বিশেষ মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ স্থগিত রাখার যে নির্দেশ দিয়াছে, তাহাতে আমরা উদ্বেগ বোধ করিতেছি।